গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা

ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর গবেষণা নির্দেশিকা, ২০২৪

ডিসেম্বর ২০২৪

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই নির্দেশিকা ‘ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর গবেষণা নির্দেশিকা, ২০২৪’ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ভূমি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে; এবং

(৩) এই নির্দেশিকা ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নির্দেশিকায়—

(১) ‘কমিটি’ বলিতে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বুঝাইবে;

(২) ‘গবেষক’ বলিতে এই নির্দেশিকার অধীনে গবেষণার উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা গবেষণা দল বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৩) ‘গবেষণার সময় বা মেয়াদ’ বলিতে অর্থবছর (০১ জুলাই-৩০ জুন) বুঝাইবে। তবে গবেষণার সময় বা মেয়াদ বোর্ড প্রয়োজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে; এবং

(৪) ‘বোর্ড’ বলিতে ভূমি সংস্কার বোর্ডকে বুঝাইবে।

৩। উদ্দেশ্য

(ক) নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

(১) ভূমির ইতিহাস-ঐতিহ্য-বিবর্তন বিষয়ক মানসম্মত গবেষণা নিশ্চিতকরণ;

(২) যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা নিশ্চিতকরণ;

(৩) ভূমি বিষয়ক গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(৪) ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবায় উদ্ভাবনচর্চা, বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহিতকরণ।

(খ) গবেষণার উদ্দেশ্য:

(১) ভূমির ইতিহাস-ঐতিহ্য-বিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ;

(২) ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবার উৎকর্ষ সাধন;

(৩) ভূমিস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারীদের যুগোপযোগী চাহিদা নিরূপন;

(৪) ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা; এবং

(৫) সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবা বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি (policy) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা।

৪। গবেষণার ক্ষেত্র:

(১) ভূমির ইতিহাস ও বিবর্তন;

(২)ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবা ;

(৩)ভূমিস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারী ;

(৪) ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবায় প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতার স্বরূপ বিশ্লেষণ;

(৫)সরকারের ভূমি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার উদ্যোগ, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী; এবং

(৬)বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দেশিত যেকোন বিষয় বা বিষয়সমূহ।

৫। গবেষণার আর্থিক সীমা

(১) আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় তিন ধরনের গবেষণা প্রকল্প থাকিবে-

(ক) ‘ক’ শ্রেণি: ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব থেকে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত;

(খ) ‘খ’ শ্রেণি: ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত; এবং

(গ) ‘গ’ শ্রেণি: অনূর্ধ্ব ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত।

(২) বোর্ড প্রয়োজনবোধে গবেষণা প্রকল্পের ব্যাপ্তি বিবেচনায় আর্থিক পরিধি পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে

৬। গবেষকের যোগ্যতা

(১) গবেষণা পদ্ধতি, সম্পাদনা ও পরিবীক্ষণে অভিজ্ঞতা থাকা;

(২) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই)টি প্রকাশনা বা গবেষণাপত্র থাকিতে হইবে; তবে ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা বা গবেষণাপত্র থাকিলে তিনি বা তাহারা অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৩) গবেষণা এককভাবে করিলে উক্ত গবেষক বোর্ড কর্তৃক একই সময়ে পরিচালিত অন্য আর একটি গবেষণায় সম্পৃক্ত হইতে পারিবেন না;

(৪) গবেষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নৈতিকতা নিয়ে কোনোরূপ আপত্তি বা প্রশ্ন দেখা দিলে বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) দলগত গবেষণা হলে, গবেষণা দলে ২-৮ জন সদস্য থাকিতে হইবে।

(ক) দলগত গবেষণার ক্ষেত্রে ‘ক’ শ্রেণির গবেষণায় ন্যুনতম ৪ জনের দল, ‘খ’ শ্রেণির গবেষণায় ন্যুনতম ৩ জনের এবং ‘গ’ শ্রেণির গবেষণায় ন্যুনতম ২ জনের গবেষণা দল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) দলগত গবেষণায় আবশ্যিকভাবে দলগতভাবে গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্য হইতে ১ জনকে গবেষণা দলনেতা হিসেবে নির্ধারণ করে গবেষণা দল গবেষণার সকল কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি

গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নরূপ একটি **গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি** থাকিবে—

০১	সদস্য (ভূমি ব্যবস্থাপনা)	সভাপতি
০২	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩ (মাঠ প্রশাসন ও উন্নয়ন)	সদস্য
০৩	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-১ (প্রশাসন)	সদস্য
০৪	সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	সদস্য
০৫	সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বোর্ডের অনুমতি নিয়ে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৮। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

(১) এই নির্দেশিকার ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত গবেষণার ক্ষেত্রের আলোকে এই কমিটি গবেষণার বিষয়বস্তুর অগ্রাধিকার নির্বাচন করে গবেষণা শিরোনাম সম্বলিত প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নপূর্বক বোর্ড-এ উপস্থাপন;

(২) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বাছাই;

(৩) গবেষণা কার্যক্রম গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি ও সমন্বয়;

(৪) গবেষণা খসড়া প্রতিবেদনের উপর কর্মশালা আয়োজন;

(৫) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও অর্থ ছাড়ের সুপারিশ; এবং

(৬) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ।

(৭) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণ/পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে এই কমিটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে। এমনকি প্রয়োজনবোধে কমিটি যেকোন সময় সভায় মিলিত হইতে পারিবে।

৯। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন

(১) বোর্ড কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইবে; এবং

(২) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট উল্লেখ করে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা অফিস আদেশ জারি করিবে।

১০। গবেষণা প্রস্তাবে যে সকল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে

(১) একটি গবেষণা প্রস্তাবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) গবেষণা শিরোনাম (Research Title)

(খ) ভূমিকা (Introduction);

(গ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Problem Identification/Problem Statement);

(ঘ) গবেষণার প্রশ্ন (Research Question);

(ঙ) গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Research);

(চ) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives);

(ছ) প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Result) (Optional);

(জ) গবেষণার পরিধি (Research Scope);

(ঝ) গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology);

(ঞ) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis);

(ট) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time-bound Action Plan);

(ঠ) প্রস্তাবিত বাজেট (Proposed Budget)

(ড) তথ্যসূত্র (Reference)

(২) গবেষণা প্রস্তাবের সাথে Flow-chart আকারে গবেষণার ডিজাইন (Research Design) দাখিল করিতে হইবে। যাতে গবেষণার পদ্ধতি, কর্মপরিকল্পনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত রূপরেখা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) গবেষকের জীবনবৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে হইব

১১। গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সময়সূচি

গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সময়সূচি নিম্নরূপ হইবে—

(১) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান ও গ্রহণ: ১ জুলাই-৩১ আগস্ট;

(২) গবেষণা প্রস্তাব বাছাই ও চূড়ান্তকরণ: ১৫-২৫ সেপ্টেম্বর;

(৩) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন ও অফিস আদেশ জারিকরণ: ৩০ সেপ্টেম্বর;

(৪) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা: ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ

(৫) খসড়া ফলাফলসহ প্রথম কর্মশালা আয়োজন: ১-৩০ এপ্রিল

(৬) চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল, দ্বিতীয় কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা কর্ম অনুমোদন: ১-২৫ মে; এবং

(৭) হিসাবরক্ষণ শাখায় হিসাব দাখিল: ২৬-৩১ মে।

উপরোক্ত সময়সূচি হ্রাস-বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে কমিটি বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করিবে ।

১২। গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন কমিটি

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের নিমিত্ত নিম্নরূপ একটি মূল্যায়ন কমিটি থাকিবে।

০১	সদস্য (প্রশাসন)	সভাপতি
০২	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার (মাঠ প্রশাসন ও উন্নয়ন)	সদস্য
০৩	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার (প্রশাসন)	সদস্য
০৩	ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (সচিব কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
০৪	গবেষক (দলনেতা)	সদস্য
০৬	সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে বোর্ডের অনুমতিক্রমে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

১৩। মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি

গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

(১) মূল্যায়ন কমিটি গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণা প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করিবে। গবেষণা প্রতিবেদনের মূল্যায়নের জন্য উক্ত কমিটি গবেষকের নিকট তথ্য, ছবি, ভিডিও ক্লিপ ও তথ্যসূত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে;

(২) গবেষণা প্রতিবেদনটি গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান; এবং

(৩) উক্ত কমিটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গবেষকের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৪। গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন:

(১) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গবেষক দুইটি গবেষণা সেমিনার আয়োজন করিবেন;

(২) সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণা প্রতিবেদনের হার্ডকপি এবং সফটকপি দাখিল করিবেন;

(৩) আয়োজিত সেমিনারে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করা হইবে; এবং

(৪) প্রয়োজনে দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইনে যুক্ত করা যাইবে।

১৫। গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব:

গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব বোর্ডের হইবে। বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষক কর্তৃক দেশি-বিদেশি স্বীকৃত-খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে বা অন্র কোন প্রকাশনায় প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হইবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট (Copyright)-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত আইন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। বোর্ড-এর অনুমতি ব্যতীত প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল (সামাজিক) মিডিয়ায় গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত কোনো মতামত প্রদান বা প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাইবে না। চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের জন্য ISBN গ্রহণে আনুষঙ্গিক খরচ 'গবেষণা' খাত থেকে নির্বাহ করা যাইবে।

১৬। গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

(১) তহবিলের উৎস: ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর 'পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ ব্যয়' অংশের গবেষণা খাতে (কোড নং. ৩২৫৭১০৩) বরাদ্দকৃত অর্থ।

(২) সম্মানি:

(ক) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতি ২৫০০/- টাকা হারে, সদস্যগণ ২০০০/- হারে এবং তিনজন সাপোর্টিং স্টাফ ৫০০/- টাকা হারে সম্মানি প্রাপ্য হইবেন এবং এরূপ সম্মানি এক অর্থবছরে অনধিক চারটি সভার জন্য প্রদান করা যাইবে;

(খ) মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ যথাক্রমে ২৫০০/- ও ২০০০/- টাকা হারে সম্মানি প্রাপ্য হইবেন; এবং

(খ) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক প্রাথমিক বাছাই, গবেষণার মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনারের ব্যয় অর্থবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী গবেষণা খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করিতে হইবে।

(৩) গবেষকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট বিভাজন:

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষক সম্মানি হিসেবে প্রাপ্য হইবেন। অবশিষ্ট অর্থ গবেষণা সহায়তা ব্যয় খাতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(খ) যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (সরকারি ভাতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে), গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয় এবং মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মুদ্রণ ব্যয়। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারিসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি গবেষণা সহায়তা ব্যয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত অনুমোদিত বাজেট বিভাজনের বাহিরে কোনো গবেষক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন না। সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ ছাড়করণ, সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ:

(ক) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন কিস্তিতে গবেষক বা গবেষণা দলের দলনেতার অনুকূলে নিম্নরূপভাবে ছাড় করা হইবে—

(১) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য সরকারি আদেশ জারির পর গবেষক কর্তৃক গবেষণা পরিকল্পনা দাখিল সাপেক্ষে সম্মানির জন্য অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম হিসেবে;

(২) গবেষণার মধ্যবর্তী পর্যায় (ন্যূনতম ৫০% কাজ সম্পন্ন হওয়া) পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর এবং মধ্যবর্তী প্রতিবেদন (Mid-term Report) উপস্থাপন সাপেক্ষে সম্মানির জন্য অনুমোদিত গবেষণার মোট বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ দ্বিতীয় কিস্তিতে অগ্রিম হিসেবে; এবং

(৩) সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খসড়া প্রতিবেদন জমা প্রদান, সেমিনারে উপস্থাপন এবং উপস্থাপনের সময় প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন ৫ কপি (বাঁধাইকৃত) ও সফটকপি জমা দেওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট ৩০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হইবে।

(খ) গবেষক/গবেষণা দলের দলনেতা ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি বোর্ডের হিসাব শাখায় জমা দিয়ে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করিবেন। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাইবে না; এবং

(গ) গবেষক/গবেষণা দলের দলনেতাকে গবেষণার অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

১৭। গবেষণা কার্যক্রম গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা:

(১) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত অর্থ গবেষক ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন;

(২) গবেষণার ব্যয়ভার নির্বাহের পর যদি কোনো পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহা গবেষক বা তার প্রতিনিধি বোর্ডে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৩) যদি কোনো গবেষক বা গবেষণায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(৪) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটিলে প্রচলিত আইন/ PDR Act 1913 অনুযায়ী তাহা আদায় করা যাইবে।

১৮। গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষক/গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল:

(১) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষক বোর্ডকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দাখিল করিবেন যে তিনি বা তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পাদন করিবেন এবং কোনো কারণে

গবেষণা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গবেষণা হইতে অব্যহতি নিলে গৃহীত সম্মানী/অর্থ ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(২) গবেষণায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং প্রকাশিত ফলাফল/মতামত/সুপারিশের দায় একান্তভাবে গবেষকের নিজস্ব, এই ক্ষেত্রে বোর্ড কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করিবে না। এই মর্মে গবেষক লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবেন।

১৯। বিবিধ:

(১) গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর কোনো গবেষক গবেষণা পরিচালনা করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে পরবর্তী দুই অর্থবছর তাহাঁরা কোনো গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবেন না;

(২) গবেষণা নিজে অথবা তথ্য সংগ্রাহকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন; এই ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রাহককে সম্মানি প্রদান করা যাইবে;

(৩) গবেষক বা গবেষণায় নিয়োজিত কোনো সদস্য পরিবর্তন/সংযোজনের প্রয়োজন হইলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উক্তরূপ পরিবর্তন/সংযোজন করা যাইবে;

(৪) গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে Plagiarism পরিহার্য; কোনো গবেষকের প্রতিবেদনে Plagiarism প্রমাণিত হইলে ঐ গবেষক পরবর্তী সকল সময়ের জন্য গবেষণা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন;

(৫) প্রদত্ত প্রতিবেদন মৌলিক এবং প্রতিবেদন বা ইহার কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিবেদন বা উৎস হইতে আহরিত নয় মর্মে গবেষক প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন;

(৬) প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের Reference স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে;

(৭) গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Ethical Issues নিশ্চিত করিতে হইবে; জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে-এই ধরনের কোনো গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কিংবা কাহাকেও পীড়া দেয়-এমন কোনো মন্তব্য, বিবৃতি, ছবি, প্রতীক-ইত্যাদি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাইবে না;

(৮) সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(৯) গবেষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম কিংবা অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে বোর্ড সেই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(১০) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে;

(১১) বোর্ডের অনুমতিক্রমে গবেষণালব্ধ ফলাফল যথাযথ নিশ্চিতীকরণে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা যাইবে (যেমন: কর্মশালা/সেমিনার, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, ওইয়েবসাইট ইত্যাদি);

(১২) গবেষণার চূড়ান্ত বিল ভাউচারের ০১ (এক) কপি দাখিল করিতে হইবে;

(১৩) সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নির্দেশিকার কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাহা বোর্ড অনুমোদন করিবেন; এবং

(১৪) এই নির্দেশিকায় বর্ণিত কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বা কোনো প্রকার জটিলতা তৈরি হইলে বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।